নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন: “সেটা হচ্ছে ইলম উঠে যাওয়ার সময়

যিয়াদ ইবনু লাবীদ রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন: “সেটা হচ্ছে ইলম উঠে যাওয়ার সময়।” আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে তা পড়াচ্ছি এবং আমাদের সন্তানরাও তাদের সন্তানদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তা পড়াতে থাকবে। তিনি বললেন: “হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক ! যদিও আমি তোমাকে
মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ মনে করতাম। এসব ইহুদী ও নাসারারাও কি তাওরাত-ইনজীল পড়ে না? কিন্তু তারা এই দুটি কিতাবে যা আছে সে অনুযায়ী কোন আমলই করে না।”
[সহীহ লি-গাইরিহী] [এটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।]

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহবীদের মাঝে বসে ছিলেন, তখন তিনি বললেন: এটা এমন সময় যখন মানুষের কাছ থেকে ইলম উঠে যাবে ও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তখন যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী রদিয়াল্লাহু ‘আনহু অবাক হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি বললেন: কিভাবে ইলম উঠে যাবে আর আমাদের থেকে তা বিনষ্ট হবে? আমরা কুরআন পড়েছি এবং হিফয করেছি; আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তার তিলাওয়াত করব, আমাদের স্ত্রী, সন্তান ও সন্তানের সন্তানদেরকে তা পড়াব, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে বললেন: তোমার মা তোমাকে হারাক, হে যিয়াদ! তোমাকে আমি তো মদীনাবাসীদের মধ্যে আলিম হিসেবে গণ্য করতাম। তারপরে তাকে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করে বললেন: ইলম হারিয়ে যাওয়ার অর্থ কুরআন হারিয়ে যাওয়া নয়; বরং ইলম হারিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ইলম অনুযায়ী আমল হারিয়ে যাওয়া। এই যে তাওরাত ও ইনজিল ইহুদী ও নাসারাদের হাতেই রয়েছে, এ সত্ত্বেও তা তাদেরকে উপকৃত করে না আর তারাও এর উদ্দেশ্য হতে কোন ফায়েদা গ্রহণ করে না; তথা: তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/65045